অধ্যাপক দেবকুমার বসু স্মরণে

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা কার্যকরী সভাপতি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পরিসংখ্যান বিজ্ঞানী অধ্যাপক দেবকুমার বসু ২০ এপ্রিল ২০১৯, দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অধ্যাপক দেবকুমার বসু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঠিক নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে জনজীবনের মানোন্নয়নের কাজে সারা জীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। পাশাপাশি বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করা ও মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা তৈরি করার কাজও নিষ্ঠার সঙ্গে করে গেছেন সারা জীবন। অধ্যাপক দেবকুমার বসু ছিলেন সমাজ সচেতন বিজ্ঞানী ও গবেষক, দক্ষ নেতা ও সংগঠক এবং দেশ গড়ার কারিগর।

অধ্যাপক দেবকুমার বসুর জন্ম ১৫ মে ১৯২৬, কলকাতায়। পিতা প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী, ড. সহায়রাম বসু, মাতা অন্নপূর্ণা বসু। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে স্নাতক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর। পরে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। কলকাতায় ফিরে এসে প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহালানবিশের উদ্যোগে গঠিত ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালে সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে অধ্যাপক মহালানবিশ কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যাতাত্ত্বিক ও জাতীয় আয় কমিটির প্রধান নিযুক্ত হন। তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু ভারতবর্ষের সার্বিক পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে অধ্যাপক মহালানবিশের উপর অনেকটাই নির্ভর করতেন। ১৯৫০ সালে অধ্যাপক মহালানবিশের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা দপ্তরের অধীনে গড়ে ওঠে 'ন্যাশানাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশন'। ভারতবর্ষের উন্নয়নে অধ্যাপক মহালানবিশের অন্যতম প্রধান অবদান দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাঁর নেতৃত্ব দান। এই ব্যাপারে জহরলাল নেহেরু ব্যক্তিগত ভাবে অধ্যাপক মহালানবিশকে অনুরোধ করেছিলেন। সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণে 'ন্যাশানাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশন' গঠন ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করার কাজে যে একদল অনুজ সহকর্মীদের নিয়ে অধ্যাপক মহালানবিশ তাঁর কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন অধ্যাপক দেবকুমার বসু ছিলেন তাঁদের অন্যতম। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পরিকাঠামো ও ভারী শিল্পে জোর দেওয়া হয়েছিল এবং এক্ষেত্রে পরিকল্পিত অর্থনীতি ও বৃহৎ সরকারি বিনিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। এই ভাবনার ক্ষেত্রে অধ্যাপক দেবকুমার বসু ছিলেন অগ্রগণ্য। এই সময়েই ভিলাই, দুর্গাপুর, রৌরকেল্লা প্রভৃতি বড় বড় ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠে। মূলত আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের সরকারি পরিসংখ্যানে সাহায্য করার জন্য অধ্যাপক মহালানবিশ আই এস আই-তে 'ইন্টারন্যাশানাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল এডুকেশন সেন্টার' গঠন করেন। এই সেন্টারের অন্যতম একজন ছিলেন অধ্যাপক দেবকুমার বসু। অধ্যাপক বসু শ্রীলঙ্কা সরকারের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ১৯৮৬ সালে আই এস আই থেকে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে অবসর নেওয়ার পরও তিনি আই এস আই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বিশেষত অর্থনীতি বিষয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করেছেন। চাকুরী জীবনে অধ্যাপক বসু আই এস আই এর গভর্নিং কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন এবং অবসরের পরেও দীর্ঘদিন গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। দেশ বিদেশের বিভিন্ন জার্নালে তাঁর প্রায় ৬০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা পুস্তকগুলির মধ্যে 'এনার্জি ইকনমিক্স'(১৯৮৯), এবং 'এসেস ইন এনভায়রনমেন্টাল ইকনমিক্স' (২০০৪) বিশেষভাবে উলেখযোগ্য। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত 'রিভিউ অব ইন্ডিয়ান প্ল্যানিং প্রসেস' গ্রন্থটির সম্পাদনার সাথে যুক্ত ছিলেন অধ্যাপক বসু। তাছাড়া, বিজ্ঞান মানসিকতার প্রসার ও পরিবেশ সচেতনতার লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক বসু। প্রবন্ধগুলির বিষয় হল - বিজ্ঞানের আবিস্কার, বিভিন্ন বিষয়ের উপর নমুনা সমীক্ষা, বিশ্ব উষ্ণায়ন ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে অর্থনীতি ও শিল্পবিকাশ এবং মানুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্বের প্রক্ষিতে পরিবেশ সমস্যা ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন পরিকল্পনায় অধ্যাপক দেবকুমার বসুর অবদান অনস্বীকার্য। অবসরের আগেই অধ্যাপক বসু রাজ্য পরিকল্পনা পর্ষদের সদস্য হিসাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। ১ মে,

১৯৮৩ থেকে ৩০ এপ্রিল, ১৯৮৯ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণ বোর্ডের সদস্য এবং ১ মে, ১৯৮৯ থেকে ২৬ জুন, ১৯৯২ পর্যন্ত রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গ্রামীণ বৈদ্যুতীকরণে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। অধ্যাপক বসুর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কাজের ও পরিকাঠামোগত বিষয়ের এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় সহ আঞ্চলিক কার্যালয়গুলির নিজস্ব ভবন গড়ে তোলার পাশাপাশি উন্নতমানের পরীক্ষাগার তৈরি, দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সহ সাধারণের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। শব্দদূষণ রোধ, শিল্প বর্জ্য দূষণ রোধ, গৃহস্থালী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পৌরসভা ও পঞ্চায়েত, অন্যান্য আঞ্চলিক প্রশাসনকে যুক্ত করার পাশাপাশি পরিবেশের সমসাময়িক জলন্ত সমস্যাগুলি নিয়ে সমীক্ষা ও গবেষণার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে যুক্ত করেছিলেন। এই কাজে তিনি নিজেও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে কলকাতা শহরে কঠিন বর্জ্য থেকে গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন পরীক্ষামূলকভাবে সফল হয়েছিল। তাঁর অধীনেই পচনশীল ও অ-পচনশীল বর্জ্যের পৃথগীকরণের পরীক্ষামূলক প্রথম প্রকল্প বিধাননগরের একটি আবাসনে রূপায়িত হয়। কলকাতা শহরের পরিবহনজনিত দূষণের কারণ ও তার প্রতিকার বিষয়ে তাঁর উপদেশক্রমে একটি সমীক্ষাসমৃদ্ধ বিশ্লেষক পুস্তক ৯০এর দশকের মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়। ১৯৯১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত অধ্যাপক বসু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রতি বছর রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস সংগঠিত করা, জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখা এবং বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে ব্যক্তি ও সংগঠনগত উদ্যোগকে রাজ্য সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত করার পরিকল্পনা ও রূপায়ণে অধ্যাপক বসু বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

পরাধীন ভারতে স্কটিশ চার্চ কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে দেবকুমার বসু বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বামপন্থী রাজনীতির সাথে যুক্ত হন। তিনি ছিলেন বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব। বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে স্বাধীনতার পর ১৯৪৯ সালে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে প্রেসিডেন্সী জেলে আটক রাখে। পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে এবং শান্তি আন্দোলনেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত অগ্রগতি সত্ত্বেও আমাদের মত স্বাধীন দেশে এখনও অধিকাংশ মানুষ একাধারে বিজ্ঞানের সুফল থেকে বঞ্চিত, অন্যদিকে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, জাতপাত, ধর্মান্ধতা, অবৈজ্ঞানিক ও ভাববাদী চিন্তাধারায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। আমাদের দেশের এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনোত্তর কাল থেকে বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও বিজ্ঞান মানসিকতার প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি কিভাবে বিজ্ঞান প্রযুক্তির সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই কাজে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক দেবকুমার বসু অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ গঠনের চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনার অন্যতম কারিগর ছিলেন দেবকুমার বসু। তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা কার্যকরী সভাপতি ছিলেন। পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির সামাজিক ব্যবহার নিয়ে চর্চা ও তার প্রত্যক্ষ প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও বিজ্ঞানীদের নিয়ে অধ্যাপক বসু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নোডাল রিসার্চ সেন্টার। অসাধারণ বৈচিত্রপূর্ণ কর্মজীবন অধ্যাপক বসুর। তিনি ছিলেন ছাত্রবৎসল। তিনি অত্যন্ত সরল জীবনযাপন করতেন। বর্তমানে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে তাঁর বলিষ্ঠ নীতিবোধ এবং সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধের যে উদাহরণ আমাদের সকলের সামনে রেখে গেছেন তা অনুসরণ করার মধ্য দিয়েই অধ্যাপক দেবকুমার বসু আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন।

অধ্যাপক দেবকুমার বসুর প্রতি আমাদের হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁর পরিবারের সদস্যদের জানাই অন্তরের সমবেদনা।

১১ মে, ২০১৯
কলকাতা

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ
ফোরাম অফ সায়েন্টিস্টস্ ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড টেকনোলজিস্টস্